১২

কি হলো, নবমী নিশি হৈলো অবসান গো।
বিশাল ডমরু ঘন ঘন বাজে, শুনি ধ্বনি বিদরে প্রাণ গো॥
কি কহিব মনোদুঃখ, গৌরী-পানে চেয়ে দেখ—
মায়ের মলিন হয়েছে অতি ও বিধূ বয়ান॥
ভিখারী ত্রিশূলধারী, যা চাহে, তা দিতে পারি ;
বরঞ্চ জীবন চাহে, তাহা করি দান।
কে জানে কেমন মত, না শুনে গো হিতাহিত ;
আমি ভারিয়ে ভবের রীত হয়েছি পাষাণী গো॥

Scanned by CamScanner

পরাণ থাকিতে কায়, গৌরী কি পাঠানো যায় ;
মিছে আকিঞ্চন কেন করে ত্রিলোচন !
কমলাকান্তের লৈয়ে, কহ হরে বুঝাইয়ে—
হর, আপনি রাখিলে রহে আপনার মান গো॥

—কমলাকান্ত ভট্টাচার্য

টীকা-টিপ্পনী ঃ কি হলো....অবসান গো—মেনকা আবার বিস্ময়ে বলেছেন তাঁর জীবনে আবার সর্বনাশ এলো। নবমী নিশির অবসান ঘটল। **বিশাল....বাজে**—শিব উমাকে নিতে এসেছেন। তাঁর হাতের বিশাল ডমরু ঘন ঘন বাজছে। **শুনি... গো**—ডমরু ধ্বনি শুনে মেনকার প্রাণ বিদীর্ণ হচ্ছে। উমাকে শিব নিয়ে যাবেন। এখানে ডমরু ধ্বনি মহাকালের অনন্ত যাত্রার প্রতীকী ব্যঞ্জনা। চিরকাল কাউকে ধরে রাখা যাবে না। তাই প্রিয়পাত্রকেও চলে যেতে দিতে হয়। ডমরু ধ্বনি সেই কঠোর সত্যের ব্যঞ্জনাদ্যোতক। **কি কহিব....বয়ান**—মেনকার মনের ব্যথা প্রকাশ করতে পারছেন না। গৌরীর চাঁদের মত উজ্জ্বল সুন্দর মুখ বিষণ্ণে মলিন হয়ে গেছে। **ভিখারী ত্রিশূলধারী...করি দান**—হাতে ত্রিশূল নিয়ে শিব ভিক্ষাবৃত্তি করে। মেনকা উমা ছাড়া আর সব কিছু দিতে পারেন, নিজের প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। কিন্তু প্রাণের উমাকে শিবালয়ে পাঠাবেন না। সুতীব্র বিরহ বেদনার গভীর বাৎসল্য প্রীতির প্রকাশ ঘটেছে। **কে জানে কেমন মত**—শিবের মতিগতি মেনকা বুঝতে পারেন নি। **না শুনে গো হিতাহিত**—ভালমন্দ কল্যাণ অকল্যাণ সম্পর্কে শিবের কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই। **আমি....ভবের রীত**—শিবের আদব-কায়দা চাল-চলন জেনে মেনকা বেদনায় আশা ভঙ্গে একেবারে পাথর হয়ে গেছেন। **পাষাণী**—পাষাণ হিমালয়ের স্ত্রী। অন্য অর্থে, মেয়ের বিয়ে দিয়ে প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ায় গভীর বেদনাপ্লুত অবস্থা। পিতামাতা মেয়েকে বিয়ে দিয়ে আশা করে সে স্বামীগৃহে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটাবে, স্বামী স্ত্রী সুখ-দুঃখের কথা বুঝবে। কিন্তু উমার কপালে সে সৌভাগ্য জুটেনি বলে মেনকার গভীর আর্তি। **পরাণ....যায়**—দেহে প্রাণ থাকতেও মেনকা উমাকে পাঠাবেন না। **আকিঞ্চন**—প্রার্থনা। **মিছে আকিঞ্চন কেন করে ত্রিলোচন**—শিব মিছামিছি উমাকে নিয়ে যাবার আশায় এসেছে। **হর**—শিব। **হর....মান গো**—কবি কমলাকান্ত বলছেন, গিরিরাজ শিবকে একাকী চলে যাবার অনুরোধ করলে শিবের মানসম্মান রক্ষা পাবে, কারণ প্রতিকূল পরিবেশে নিজের মান নিজেকে রক্ষা করতে হয়। নতুবা নিজের ইচ্ছা বা সিদ্ধান্তে অটল থাকলে বিপরীত পক্ষের সঙ্গে বাদানুবাদ মান সম্মান নষ্ট হয়।

আলোচনা ঃ আলোচ্য পদে দশমী প্রভাতে মেনকার মনোবেদনা প্রকাশ পেয়েছে। পৌরাণিক প্রসঙ্গের কিছু কিছু অবতারণা ঘটলেও মেনকা পুরোপুরি বঙ্গজননী।

Scanned by CamScanner

শিব ডমরু ধ্বনি করে তাঁর আগমন বার্তা জানাচ্ছে। মেনকাকে তিনি নিয়ে যাবেন। শিবের প্রতি মেনকা ক্ষুব্ধ। মাতৃহৃদয় বিদীর্ণ করতে তাঁর আবির্ভাব। এদিকে পিতামাতার বিচ্ছেদ বেদনায় উমার সুন্দর মুখও বিবর্ণ হয়ে গেছে। ভিখারি শিবের হাতে মেয়ে পড়েছে। শিবের সাংসারিক জীবনের দুর্দশা ও বেদনা ব্যাকুল মেনকার হৃদয়কে আরো বেশি আলোড়িত করে। প্রাণ থাকতে তিনি উমাকে ছেড়ে দেবেন না। শিবকে তাঁর অনুরোধ রাখতে হবে। মেনকার সংকল্প বা মানসিকতাকে বর্ণাঢ্য করে তুলেছেন কবি কমলাকান্ত।

Scanned by CamScanner